সংবাদ

তারিখ 31 JUL 2012
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

রংপুর রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (শেষ পর্ব)

৭ বিষয়ে এমফিল ও পিএইচডি কোর্সে ভর্তির কার্যক্রম শুরু

নিয়াকত আলী বাদল, রংপুর

স্বপ্নের বিদ্যাপীঠ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবনে এখন নিয়মিত ক্লাস, পরীক্ষা ছাড়াও চালু হয়েছে বাকি সব ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম। বিষয় ভিত্তিক নানা বিষয়ে এসাইনম্যান্ট প্রস্তুতের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গবেষণার প্রতি আগ্রহী ও পারদর্শী করে গড়ে তোলা হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্যক্রম শুরুর কিছু দিন পরেই বর্তমান উপাচার্য প্রয়াত পরমাণু বিজ্ঞানী ড. ওয়াজেদ মিয়ার নামে গড়ে তোলেন একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, যা দারুণ সুনাম অর্জন করেছে। এই রিসার্চ সেন্টারে বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম চলছে। এর অধিনে রংপুর ও গাইবান্ধা জেলায় জলবায়ু বিপর্যয় রোধে জনসচেতনতা আর জনকল্যাণমূলক কাজ চলছে। এ ছাড়াও উচ্চতর গবেষণার জন্য এ ইনস্টিটিউটের অধিনে বাংলা, অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনা, রসায়ন, পদার্থ, গণিত, ইতিহাসসহ মোট ৭টি বিষয়ে এমফিল ও পিএইচডি কোর্সে ভর্তির কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

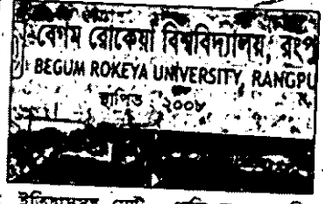

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভৌত কাঠামোর নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলছে দ্রুত গতিতে। প্রথম পর্যায়ে ১০৩ কোটি টাকা ব্যয়ে যেসব স্থাপনার কাজ শুরু হয় তার নির্মাণ কাজ এখন শেষ পর্যায়ে। প্রকৌশল বিভাগের প্রকৌশলী জাহাঙ্গীর জানান, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্মাণ কাজের প্রস্তুতি চলছে। এ পর্যায়ে ২২টি ভবন নির্মাণ করা হবে। এরমধ্যে ৬টি একাডেমিক ভবন, ৬টি শিক্ষক কোয়ার্টার, ৩টি স্টাফ কোয়ার্টার ২টি ডরমেটরি, ১টি অডিটরিয়াম, একটি জিমনেশিয়াম, ১টি ছাত্র ও একটি ছাত্রী হল রয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ে আরও ১২টি ভবন নির্মাণ করা হবে। বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের জন্য ইতোমধ্যে ২০০ কেভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি বিদ্যুৎ সাব-স্টেশন ও আরও ১০০০ কেভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন সাব-স্টেশন নির্মাণ করার জন্য দরপত্রও আহ্বান করা হয়েছে। এছাড়াও শিক্ষক কর্মচারীদের আবাসন সুবিধা প্রদানের জন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২টিভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের একটি করে হল নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। তিনি জানান, বলা যায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন উন্নয়নযজ্ঞ চলছে। সবকিছুই মনিটর করছেন উপাচার্য ড. আবদুল জলিল মিয়া।

এদিকে সাধারণ ছাত্রছাত্রীর ভাষ্য হলো, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদান পদ্ধতি খুবই ভালো। শিক্ষকরাও আন্তরিকতার সঙ্গে পাঠদান করেন। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কোন রাজনৈতিক সহিংসতা নেই। বহিরাগত প্রবেশে কঠোর নজরদারি রয়েছে। এজন্য স্থাপন করা হয়েছে আলাদা পুলিশ ফাঁড়ি।

জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতে প্রধানমন্ত্রী দুটি বিআরটিসি বাস প্রদান করেছেন। এছাড়াও আরও ৩টি গাড়ি রয়েছে। শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ছাত্রছাত্রীর জন্য স্থাপন করা হয়েছে মেডিকেল সেন্টার। সব মিলিয়ে রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় উত্তর জনপদের একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দাঁড়িয়ে গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবদুল জলিল মিয়া জানান, মাত্র ৩ বছরে অবকাঠামো উন্নয়নে বিপ্লব সাধন হয়েছে, যা প্রত্যক্ষ করলেই বোঝা যায়। তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রীর পাঠদানে কোন ধরনের অনিয়মের সুযোগ নেই।

সার্বিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মকর্তা ও কর্মচারী ও ছাত্রছাত্রীর সহযোগিতায় যেভাবে এর উন্নয়ন ঘটছে- তা অব্যাহত থাকবে। তিনি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বর্ণনা দিয়ে বলেন, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদালয় দেশের মধ্যে একটি আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হবে- এটাই আমাদের স্বপ্ন।